কুষ্টিয়ায় এডুকেয়ারের ‘মানব-পুতুল’ নাচ

সত্যিকারের পুতুলনাচ যখন বিলুপ্তির পথে, তখন কুষ্টিয়ায় একটি স্কুলের একঝাঁক শিশু শিক্ষার্থী ‘মানব-পুতুল’ সেজে নাচ পরিবেশন করে বেশ তাক লাগিয়ে দেয়।

গতকাল শনিবার শহরের হাউজিং এফ ব্লকে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ডিসপ্লেতে অংশ নেয় তারা।

এসময় ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা ‘মানব-পুতুল’ সেজে ‘এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া এত যত্মে গড়াইয়াছে সাঁই’ গানের সঙ্গে নাচ প্রদর্শন করে।

এর আগে, সকালে বধূ সাজে মাঠে নামে একদল মানব-পুতুল। সংখ্যায় তারা ২৭ জন। জানা যায়, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে পুতুল সেজে নাচবে তারা। তাদের নাচ দেখতে আগে থেকেই হাজারো দর্শকের উপস্থিতি ছিল।

ডিসপ্লে চলাকালে দর্শকদের মধ্যেও ছিল বেশ উচ্ছ্বাস। মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে মানব-পুতুলদের স্বাগত জানান তারা। পুতুল নাচের ব্যতিক্রমী এই ডিসপ্লে জেলাজুড়ে বেশ আলোচনার জন্ম দেয়।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক রাসেল জানান, এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে মোট ২৮ টি ক্লাব আছে। এই ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয় বাস্তবিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। আজকের আয়োজনে আমাদের আড়াই হাজার শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ১০৬ টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে মানব পুতুল নাচের আয়োজনে উপস্থিত অতিথি, দর্শক, অভিভাবক শিক্ষক শিক্ষার্থীরা মুগ্ধ। এই নাচের নেপথ্য কারিগর হলেন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কালচারাল ক্লাবের প্রশিক্ষক মিস জান্নাতুল ফেরদৌস শিমুল।

কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মো: নজরুল ইসলাম বলেন, বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি পুতুলনাচকে নবরূপ দিয়ে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা ছিলো। যেটি দারুণ আাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

মিস জান্নাতুল ফেরদৌস শিমুল বলেন, আজকের মানব-পুতুলের কোরিওগ্রাফি করতে অনুপ্রাণিত করেছে আমাদের এই কুষ্টিয়ার এক সময়ের ঐতিহ্য পুতুল নাচ। সেই অনুপ্রেরণা থেকেই নিজের কর্মস্থল এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের একদল শিক্ষার্থীকে তালিম দিয়ে পারদর্শী করে তুলেন তিনি। সুতা দিয়ে সত্যিকারের পুতুলকে মঞ্চে যেভাবে নাচানো হতো, এর আদলেই মানব-পুতুল শিশুদের হাতে সুতা বেঁধে নাচ প্রদর্শন করান তিনি।

নাচে নেতৃত্ব দেওয়া দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী নুসরাতের ভাষ্য, ‘ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ আমি কখনো দেখিনি। স্যার আমাদের তৈরি করেছেন। এই নাচে অংশ নিতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে।’

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রুটে ছাত্রদের বাসভাড়া অর্ধেক

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে সপ্তাহে পাঁচ দিন শিক্ষার্থীদের জন্য বাসভাড়া অর্ধেক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহন মালিকদের তিনটি সংগঠন।

মেহেরপুর আন্ত:জেলা বাস ও মিনিবাস সমিতি কর্তৃক পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। আজ হস্পতিবার সকাল থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মেহেরপুর জেলার মধ্যে চলাচলরত সব লোকাল বাসে সকাল ৭টা-সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকার নির্ধারিত ভাড়ার অর্ধেক ভাড়ায় চলাচল করতে পারবেন। তবে এ সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে হবে অথবা বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ইউনিফর্ম থাকতে হবে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালীন সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না।

বিজ্ঞপ্তিতে মেহেরপুর আন্ত:জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সড়ক সম্পাদক মো: খলিলুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: নুরুল ইসলাম (বাবলু) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা কমিটির আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচীব মো: মুজাহিদুল ইসলাম স্বাক্ষর করেন।

এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে ৪ নভেম্বর মেহেরপুর পরিবহন সংশ্লিষ্ট তিনটি সংগঠনের নেতাদের যৌথ সভা হয়। এরপর সর্বসম্মতিক্রমে গত মঙ্গলবার বাস মিনিবাস কোচ মালিক সমিতির নেতাদের চূড়ান্ত সভায় অর্ধেক ভাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এখন থেকে মেহেরপুর থেকে গাংনীর ভাড়া ৩১ টাকার পরিবর্তে ১৫ টাকা, মেহেরপুর থেকে বামন্দীর ভাড়া ৪৯ টাকার পরিবর্তে ২৫ টাকা, মেহেরপুর থেকে খলিশাকুন্ডি ঘাট ৬৫ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা, মেহেরপুর থেকে আমলার ভাড়া ৭৬ টাকার পরিবর্তে ৪০ টাকা, মেহেরপুর থেকে মিরপুর পর্যন্ত ৯৮ টাকার পরিবর্তে ৫০ টাকা ও মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১২৮ টাকার পরিবর্তে ৬৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রোডে মেহেরপুর থেকে আমঝুপি পর্যন্ত ১৪ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা, মেহেরপুর থেকে বারাদী পর্যন্ত ২৭ টাকার পরিবর্তে ১৫ টাকা, মেহেরপুর থেকে গোকুলখালি পর্যন্ত ৪১ টাকার পরিবর্তে ২০ টাকা ও মেহেরপুর থেকে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত ৬১ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে।

মেহেরপুর আন্ত:জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সড়ক সম্পাদক মো: খলিলুর রহমান জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখা কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জেলার মধ্যে এই সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্যসচিব মুজাহিদুর রহমান জানান, আগস্ট মাস থেকে এই দাবি তোলা হয়েছিল। অবশেষে কার্যকর হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা যাতে শর্তগুলো মেনে যাতায়াত করেন, সে ব্যাপারে সবার সহযোগিতা চান তিনি।

কুষ্টিয়ায় চালের বাজার মনিটরিংয়ে ডিসি

কুষ্টিয়ায় চালের বাজারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও অতিরিক্ত মজুত নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং করেছেন জেলার টাস্কফোর্স কমিটি।

বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমানের নেতৃত্বে শহরের বড়বাজারে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় চালসহ বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের দাম যাচাই, পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় মূল্য তালিকা, ক্রয় রশীদ ও মুনাফার হার তদারকি করা হয়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সবার সহযোগিতা কামনা করে জেলা প্রশাসক বলেন, অতি মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীরা চালের বাজারে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্য নিলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ সময় কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর আলম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পার্থপ্রতীম শীল, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আল্ ওয়াজিউর রহমানসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও বৈষম্যরিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় প্লাইউড বোর্ড

কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

কুষ্টিয়ায় এমএন্ডবি প্লাইউড ইন্ড্রাস্টিজ নামের একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শহরের কালিশংকরপুর এলাকায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়কের পাশে অবস্থিত কারখানায় আগুন লাগে। কারখানাটিতে কাঠ দিয়ে প্লাইউড বোর্ড তৈরি করা হতো।

কারখানার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জানান, বৃহস্পতিবার সাড়ে ১২টার দিকে প্রেস মেশিন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। পরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে কারখানার নিচতলায় ও দ্বিতীয় তলায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা নিশ্চিত করতে পারেনি তারা। তবে এতে কেউ আহত হননি।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক জানে আলম বলেন, প্লাইউড বোর্ড তৈরির কারখানায় আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি ইউনিট ঘটনাস্থলে আসে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। কারখানার প্রেস মেশিন থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। প্রেস মেশিনের তেল জ্যাম হয়ে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে কারখানায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে, তবে খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। কেউ হতাহত হয়নি।

কুষ্টিয়া মুক ও বধির সংঘের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সম্পন্ন

দুইজন প্রার্থীকে দাঁড় করানো আছে। বসে রয়েছে প্রায় ৫০ জনেরও বেশি ভোটার। দুই প্রার্থীর মধ্যে কোন পদের বিপরীতে ভোটাররা কাদের নির্বাচিত করবেন সেজন্য আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখাচ্ছিলেন।

সামনে টেবিলে বসা নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সদস্যরা দেখলেন যাকে বেশি ভোটার সমর্থন দিচ্ছে কেবল তিনিই এক বছরের জন্য নির্বাচিত হচ্ছেন। এভাবেই আঙুলের ইশারায় ভোট দিলেন কুষ্টিয়া মুক ও বধির সংঘের সদস্যরা।

মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের ডিসি কোর্ট চত্বর এলাকায় সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে আঙুলের ইশারায় এভাবেই ১৩ জনকে নির্বাচিত করা হয়। এতে মোহাম্মদ হিরাউজ্জামানকে সভাপতি ও খন্দকার আব্দুর রহমান সুমনকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

এছাড়াও মো: ইফতেখার উদ্দিন বাবু (বধির), মো. জামাল উদ্দিন ও এ কে এম নাজমুল হোসেন (অ-বধির) সহ-সভাপতি, শ্রী পিন্টু কুমার বিশ্বাসকে সহ সম্পাদক, মো. ফয়সাল কোষাধ্যক্ষ, রাজিব খান রকি ক্রীড়া সম্পাদক, হাফিজুর রহমান পাঠাগার সম্পাদক, জেসমিনারা পারভীনকে মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা, শামীম আহমেদ রাজু, হামিদুল ইসলাম ও ওমর শরিফ মো: খৈয়াম কে কার্যনিবাহী পরিষদের সদস্য (অ-বধির) হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কুষ্টিয়া মুক ও বধির তত্বাবধায়ক পরিষদের তত্বাবধায়ক এবং কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা অফিসার মো. আরিফুল ইসলাম।

কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা অফিসার মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, কুষ্টিয়া মুখ ও বধির সংঘের সাধারণ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রায় ৭০ জন সদস্য রয়েছে। এর মধ্যে এক বছর মেয়াদি এ সাধারণ কমিটির নির্বাচনে ১৩ জন বধিরের মধ্যে সভাপতিসহ চারজন অ-বধির সদস্য রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় দিনমজুরকে ঘর উপহার

দিল “ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম”

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার শিমুলিয়া ইউনিয়নের সিংগরিয়া গ্রামের দরিদ্র দিনমজুর রায়হান খান সুরতকে ঘর উপহার দিয়েছে বেসরকারি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম। আর এই ঘর পাওয়ার পর খুশিতে আত্মহারা তার পরিবার।

দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলো দিনমজুর রায়হান খান সুরত। স্বল্প আয়ের অধিকাংশ ব্যয় হয় নিজের চিকিৎসা করাতে। বাড়িতে নিজস্ব জমির পরিমান ২শতাংশ সেখানেই ভাঙ্গাচুরা খুপরি ছাপড়া ঘরে বসবাস করেন পরিবারের ৫ সদস্য নিয়ে। বৃষ্টির রাতে নির্ঘুম রাত কাটতো তাদের। বিষয়টি বেসরকারি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের নজরে আসে।

এরপর মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে রায়হান খান সুরতের বাড়িতে খুপরি ঘরের পরিবর্তে সেথানে নতুন করে আধাপাকা ঘর নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গতকাল রবিবার (১৩ জানুয়ারী) এ ঘরটি হস্তান্তর করা হয়।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল এর সভাপতিত্বে ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড’র সাবেক জেনারেল ম্যানেজার ও বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহম্মদ রবিউল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গোপগ্রাম ফাজিল মাদ্রাসার আইনদ্দিন, খোকসা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগ প্রভাষক কবি ওয়াজেদ বাঙালি ও মাওলানা মতিউর রহমান নাটোরিসহ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের অন্যান্য সদস্য বৃন্দ।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল বলেন, ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম একটি অলাভজনক সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করে থাকি। শীতবস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় দরিদ্র মানুষের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপনসহ ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকি। এজন্য আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে ও বিভিন্নভাবে সহায়তা নিয়ে এসব অসহায় মানুষের পাশে থাকি।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলো দিনমজুর রায়হান খান সুরত। স্বল্প আয়ের অধিকাংশ ব্যয় হয় নিজের চিকিৎসা করাতে। বাড়িতে নিজস্ব জমির পরিমান ২শতাংশ সেখানেই ভাঙ্গাচুরা খুপরি ছাপড়া ঘরে বসবাস করেন পরিবারের ৫সদস্য নিয়ে। বৃষ্টির রাতে নির্ঘুম রাত কাটতো তাদের।

দরিদ্র দিনমজুর রায়হান খান সুরত ও তার পরিবারের জন্য তিন রুম বিশিষ্ট বারান্দাসহ আধাপাকা একটি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছি। এটি নির্মাণ করতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ লাখ ৩০ টাকা।

নতুন ঘর পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় দরিদ্র ভ্যান চালক রায়হান খান সুরত। এসময় তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, আমি একজন দিনমজুর। নিজের একটুখানি মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকলেও এতোদিন পরিবার-পরিজন নিয়ে খুপরি ঘরের মধ্যে কোনোমতে জীবনযাপন করতাম। এখন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল আমাকে ঘর দিয়েছেন। আমিসহ আমার পরিবারের সবাই খুব খুশি। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

কুষ্টিয়ায় ডাম্পার ট্রাকের চাপায় শ্রমিক নিহত, আহত ৩

কুষ্টিয়ায় বেপরোয়া গতির একটি ড্রাম্প ট্রাকের চাপায় রাজু আহাম্মেদ (২০) নামের এক নলকূপ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। তাদেরকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার (১১ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালীর সৈয়দ মাস-উদ রুমী সেতু এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত রাজু কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের কামারতলা গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে। রাজু লেখাপড়ার পাশাপাশি নলকূপ শ্রমিকের কাজ করতো। এই ঘটনায় আহত শ্রমিক মিরাজুল, আসলাম এবং বিল্লাল একই এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ট্রাক ড্রাইভার সন্দেহ এক ব্যক্তিকে ধরে গণপিটুনি দেয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ আল মামুন বলেন, একটি ভ্যানযোগে চারজন নলকূপ শ্রমিক কুমারখালীর কয়া থেকে কাজের জন্য কুষ্টিয়ার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। ভ্যানটি সৈয়দ মাসুদ রুমি সেতুর মুখে এসে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি বালুবাহী ড্রাম্প ট্রাক ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাজুর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় আহত তিনজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহত রাজুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার পরই ট্রাক চালক পালিয়ে গেলেও ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় জেলা জামায়াতের কর্মী সমাবেশে ডা. শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ মিলেমিশে সমান অধিকারের ভিত্তিতে বসবাস করবে। সর্বক্ষেত্রে দেশাত্ববোধের মাধ্যমে দেশকে উন্নত করতে সচেষ্ট থাকবে।

তিনি বলেন, জনগণ একটি পরিবর্তনের জন্য জীবন দিয়েছে। তারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বৈষম্য দূর করার জন্য জীবন দিয়েছে। অথচ সমাজ বৈষম্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বিগত ১৭ বছরের জঞ্জালের একটিও এখনো যায়নি। কিন্তু কেন? স্বৈরাচার তো পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা কেন মুক্ত হতে পারলাম না। এর জবাব ১৮ কোটি মানুষের সামনে আছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ মাঠে জেলা জামায়াতের কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, আমাদের ৩৫ হাজারের মতো সন্তান জীবনের তরে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে, ৫শর উপরে দুটি চোখ হারিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছে তারা এ বিশ্বের সৌন্দর্য আর চোখে দেখতে পারবে না। মায়ের মুখটা সন্তানের মুখ কিবাং প্রিয়তম স্ত্রীর মুখটাও আর চোখে দেখতে পারবে না। তাদের চোরেখর আলো নিভে গেছে।ন সাড়ে সাতশোর মতো এক চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকশ সন্তান মেরুদ্ন্ড অকেজো হয়ে গেছে যাদের পিঠে গুলি লেগেছিলো। কয়েক হাজার হয় হাত নয়তোবা পা হারিয়েছে। এতোগুলো মানুষের প্রতি লাল রক্তের প্রতি গাদ্দারী করা চলবে না। এ রক্তের আমানত রক্ষা করতে হবে এবং সম্মান দেখাতে হবে বলেও জানান তিনি।

দেশের পরবর্তী প্রজন্ম ও ছাত্রসমাজের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা ছাত্র সমাজকে কথা দিচ্ছি এমন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে, তোমাদের কাগজের টু্করো নিয়ে দৌড়াতে হবে ন। লেখাপড়া শেষ করেই নিশ্চিত কর্মে যোগদানের ব্যবস্থা করা হবে।

আমাদের দল দখলবাজি-চাঁদাবাজি করে না উল্লেখ করে জামায়োতের এই আমির বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া হবে। দেশে দখলবাজি ও চাঁদাবাজি চলবে না। দখলবাজ, চাঁদাবাজমুক্ত দেশ গড়তে নেতা-কর্মীদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। দখলদারমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে হবে। আমাদের দল দখলবাজি-চাঁদাবাজি করে না।

জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে এবং জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক সুজাউদ্দিন জোয়ার্দারের সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য যশোর অঞ্চল পরিচালক মো. মোবারক হোসেন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য রাজশাহী অঞ্চল পরিচালক অধ্যক্ষ মো. শাহাবুদ্দিন, আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আল্লামা শামীম সাঈদী, জামায়াতের মজলিশে শূরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

শীতের কুয়াশাভেদ করে সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে নেতা–কর্মীরা ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে কর্মী

সম্মেলনে যোগ দেন।

কুষ্টিয়ায় গুড় তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা

কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলায় খেজুর রস সংগ্রহ ও রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা। শীতের শুরু থেকেই বাড়ছে রসের চাহিদা। পাশাপাশি রস জ্বালিয়ে তৈরি করা গুড়ের চাহিদাও অনেক।

শীত মৌসুমে আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে খেজুর রস দিয়ে তৈরি হয় হরেক রকমের পিঠা ও পায়েস। পাশাপাশি খেজুরের গুড় দিয়ে তৈরি হয় নানান পিঠাপুলি। তাই বাণিজ্যিকভাবেও খেজুরের রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করতে হচ্ছে গাছিদের।

জেলার বাইরের গাছিরাও এসে কুষ্টিয়ায় রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করছে। সুস্বাদু এই খেজুরের রস আগুনে জ্বালিয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের পাটালি ও লালি গুড়। ফলে এসব গাছিদের এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। খেজুর ও রস বিক্রি করেও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এখানকার গাছিরা।

আবহমান গ্রাম বাংলায় শীতের সকালে সূর্য মিটমিট করে আলো ছড়ানোর আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ি রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরির দৃশ্য দেখতে। খেজুরের রস আহরণ শেষে হাঁড়িতে সংগৃহীত রস নিয়ে বড় চুলার কাছে ছুটে আসেন গাছীরা।এরপর টিনের বড় পাত্রে রস ঢেলে জ্বাল দিয়ে শুরু হয় গুড় তৈরির প্রক্রিয়া। আস্তে আস্তে এসব রস শুকিয়ে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার ব্যাবধানে জ্বালানোর ফলে তৈরি হয় লাল গুড়।

গাছিরা জানায়, প্রতিদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই খেজুর গাছের সাদা অংশ পরিষ্কার করে ছোট-বড় মাটির কলস বেঁধে রাখা হয় রসের জন্য। এরপর ভোর থেকেই ওইসব গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়। সকালের দিকে কেউবা রত কিনে নিয়ে যায়। আবার এই রস দিয়ে পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করে বিক্রি করে থাকেন তারা।

তবে ভেজালের ভিড়ে আসল খেজুরের গুড় পাওয়ায় যেন দায় হয়ে পড়েছে। এতোকিছুর ভিড়ের খাঁটি গুড়ের সন্ধান মেলে কেবল সেসব গাছীদের কাছ থেকে খেজুর গুড় সংগ্রহ করার ফলে।

জানা গেছে, কুষ্টিয়ার সদর, দৌলতপুর এবং মিরপুর উপজেলার গ্রামগুলোতে খেজুর গাছের সংখ্য বেশি। এসব খেজুর গাছ থেকে রস আহরণ ও গুড় তৈরি করে লাভবান হচ্ছেন গাছিরা। আবার বাড়তি লাভের আশায় এসব এলাকায় আসছেন অন্য জেলার গাছিরাও। খেজুর গুড় তৈরির পেশায় এখন বাড়তি আয়ে খুশি তারা।

কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়কের ধারে প্রায় দুইশ খেজুর গাছ লিজ নিয়েছেন। স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকায় শীতের ৪ মাসের জন্য খেজুর গাছগুলো লিজ নেওয়া হয়েছে। এসব গাছ থেকে ৪ জন মিলে প্রতিদিন রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করেন। এছাড়াও খেজুরের রসও বিক্রি করা হয়।

তিনি আরও বলেন, ‘প্রায় বিশ বছর ধরে এভাবে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করি। এরপর এসব রস দিয়ে পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করি।’

রাজশাহীর বাঘা থেকে থেকে আসা দুলাল জানান, এবছর কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ এলাকায় আড়াইশ গাছ লিজ নিয়ে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করে থাকে। তবে তার উৎপাদিত এই গুড় বিক্রিতে কোন ঝামেলা নেই। সকালের দিকে ক্রেতারা এসে নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, এলাকার কিছু খারাপ মানুষ থাকে তারা রাতের আঁধারে রস খেয়ে আবার হাড়ি ভেঙে ফেলে রাখে। এতে করে আমাদের বছরে এক থেকে দেড়শ হাড়ি আবার নতুন করে কিনতে হয়।

নাটোরর সিংড়া থেকে আসা আলাউদ্দিন নামে আরেক গাছি জানান, শীত মৌসুমের শুরু থেকেই খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করা হয়। শীতের প্রায় চার মাস রস সংগ্রহ করা যায়। এই রস থেকে বিভিন্ন রকমের পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে আমরা সংসার চালাই। তিনি আরও বলেন, শীতের পিঠা ও পায়েসের জন্য খেজুরের রস ও গুড়ের বাড়তি চাহিদা রয়েছে।

স্থানীয় খেজুর রস ক্রেতা শিমুল জানান, ‘শীতের সকালে গাছ থেকে নামানো কাঁচা রসের স্বাদ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এছাড়াও জ্বাল দেওয়া রসের তৈরি বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার অতুলনীয়।’ এখান থেকে রস কিনে বোতলে করে বাড়ির জন্য নিয়ে যাচ্ছি বলেও জানান তিনি।

সাইদুল বারর টুটুল নামে একজন জানান, খাঁটি গুড় পাওয়ার আশায় এখানে আসলাম। ভোরে খেজুরের রস খেয়েছি। আবার বসে থেকে রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরি করে কিনে নিলাম। আসলে বর্তমানে ভেজালের কারনে খাঁটি জিনিসের প্রাপ্যতা একটু মুশকিল হয়ে গেছে। তাই এখানে এসে গুড় কিনতে পেরে ভালো লাগছে।

অনলাইনে খেজুরের খাঁটি গুড় বিক্রি করেন কৃষকের বন্ধু এসএম জামাল। তিনি জানান, খেজুরের বহুল ব্যবহার নিয়ে বর্ণনার শেষ নেই। রস দিয়ে নানা রকম পিঠা, পায়েস, গুড়, কুটির শিল্প, আয় ও কর্মসংস্থান হয়। সার্বিক বিবেচনায় খেজুর সমধিক গুরুত্ববহ একটি প্রজাতি। মানুষ খেজুরের খাঁটি গুড় পেতে চাই। কিন্তু অনেক সময় দূস্কর হয়ে পড়ে। তবে আমি ভোর থেকে গাছীদের রস সংগ্রহ করার পর।তা জ্বালিয়ে তৈরী করা গুড় বিভিন্ন ভোক্তাদের কাছে পাঠিয়ে থাকি।

কুষ্টিয়ার পরিবেশবিদ গৌতম কুমার বলেন, খেজুর পরিবেশবান্ধব, স্থানসাশ্রয়ী একটি বৃক্ষ প্রজাতি। এ প্রজাতি দুর্যোগ প্রতিরোধী বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। খেজুর রস ও গুড় বিক্রি করে খামারির আর্থিক লাভ ও স্বাবলম্বী হওয়ার দৃষ্টান্ত বেশ সুপ্রাচীন। গ্রামীণ অর্থনীতি এবং মৌসুমি কর্মসংস্থানে খেজুর গাছের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে শীতকালে বাংলাদেশের সর্বত্রই খেজুর রস, খেজুর গুড় দারিদ্র্য বিমোচনসহ বাঙালি সংস্কৃতিতে রসঘন আমেজ লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের মাটি ও কোমল প্রকৃতি খেজুর গাছ বেড়ে ওঠার জন্য বেশ উপযোগী। রাস্তা, বাঁধ, পুকুর পাড়, খেতের আইল এবং আবাদি জমিতে এ বৃক্ষ বেশ ভালো জন্মে।

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিলো কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’ ফ্রেন্ডস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে এই শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোল্লা মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

এসময় তিনি বলেন, জীবনের লক্ষ্য অর্জনে দরিদ্রতা কখনো বাঁধা হতে পারেনা বরং যারা দরিদ্রতার ছোঁয়া পেয়েছে, তারাই জীবনে বেশি সফলতা অর্জন করেছে। তাই বড় হতে হলে বিত্তশালী লোকের সন্তান হতে হয়না। হতে হবে অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী এবং মেধাবী।

তিনি আরও বলেন, সকল শিক্ষার্থীদের। হতাশা-বিলাসিতা পরিহার করে জীবনের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যেতে হবে। এটাই হবে সবার জন্য জীবন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে। আজকের এই শিক্ষা বৃত্তি পেয়ে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। শিক্ষা জীবন শেষে দরিদ্র অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে বলেও যোগ করেন তিনি।

সংগঠনের সভাপতি, আমেরিকা প্রবাসী সাদিক রহমানের অনুপস্থিতে সংগঠনের সহসভাপতি, কাজী এনামুল হক ঝংকারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাবিবুর রহমানের সার্বিক নির্দেশনায় এবং ড. শর্মিষ্ঠা হুসাইনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যাপক প্রফেসর একেএম জালাল উদ্দীন, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) প্রফেসর সাবিহা সুলতানা, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো: ইয়ার আলী।

আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক আমেরিকা প্রবাসী, মোঃ আনোয়ারুল করিম, প্রধান সমন্বয়কারী,লন্ডন প্রবাসী ব্যারিস্টার হাবিবুর রহমান, সদস্য সচিব, বিশিষ্ঠ ব্যাবসায়ী, শিশির বেকারির কর্ণধার, আল্লামা তানভীর শিশির, যুগ্ম আহ্বায়ক, এমদাদুল হক, যুগ্ম সদস্য সচিব ,রেজিনা রিপা এবং ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্যতম শিক্ষক, বরিশাল উনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ খোরশেদ আলম, অধ্যাপিকা এলিনা আক্তার রত্না, ড. এসএম রিয়াজুল ইসলাম, ইসলামী উনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান এবং মোঃ মিজানুর রহমান মঞ্জুসহ সকল বন্ধুদের সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজন সম্পন্ন হয়।

আয়োজকরা জানান, যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা গরীব ও মেধাবী, যারা অর্থের অভাবে ঠিকমত লেখাপড়া করতে পারে না। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’ ফ্রেন্ডস ওয়েলফেয়ার

অ্যাসোসিয়েশন। এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।

এরআগে ভার্চুয়ালী অনলাইনে বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি আমেরিকা প্রবাসী সংগঠনের সভাপতি সাদিক রহমান বলেন, আজকের এই বৃত্তির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করবে বলে বিশ্বাস করি। যাতে করে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তিনি আরও বলেন, মানুষ মানুষের জন্য। জীবন জীবনের জন্য। আজকে তোমরা যারা মেধাবী তারা একসময় বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবে এবং সবাই ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এটাই কামনা করি।

প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ৪৫ জন শিক্ষার্থীকে (প্রত্যককে ৮ হাজার টাকা) করে এ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।